বিজয় দে-র কবিতা
ঘাস

এই যদি জবাঘটিত জঙ্গল; এখানে ঢুকে আপনি ধুতুরার মদ খাবেন
না গাঁদের আঠা, এটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার; কিন্তু
একটাই শর্ত; অন্তর্বাসে যেন দূর্বাঘাস লেগে থাকে

ঘাস আপনার হয়ে কথা বলবে; আর আমি
ঘাসের হয়ে কথা বলবো

আমি এই জঙ্গলের গভীর সম্পাদক

কিছু লিখতে চাইলে লিখুন; লেখা পাঠান; পছন্দের লেখাগুলিকে
আমরা হাতির পিঠে চড়াবো; হাতির পিঠে নড়াবো
হাতির পিঠে পড়াবো

আমাদের মাহুত কিন্তু খুবই চৌখশ; আপনার লেখার
একটা অক্ষরও হাতির পিঠ থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়বে না

হাতির পিঠের ওপরে যখন ঘাস গজাবে
তখন অন্তর্বাসে কবিতার শেষ লাইন লেখা হবে

চিয়ার্স

মাথার নিচে ঝিঁঝিঁপোকার বালিশ; বিছানার চাদরে তক্ষকের ডাক
মুখ ভালো করে সেলাই করা আছে। রাতে ঘুম না হবে বলবেন

চাঁদে কতটা জল মেশাবো, ভাই? আর এই বৃষ্টি, নিজের গেলাস
সবসময় বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে আসে, এখন সে একটা
খালি গেলাস হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছে;

বৃষ্টি, সবসময় তোমার এত তাড়াহুড়ো কেন?

হাওয়া কারও সঙ্গে শুতে পারেনা; তাতে ঘুম নাকি একেবারে অন্যরকম
এদিকে আমরা যেন সব লতাপাতা তোতাগাছে পাকা আতার মতো
জড়াজড়ি জোড়াজড়ি এবং
জুড়ুজুড়ু করে শুয়ে থাকি

তারপর শুয়ে শুয়ে শুমশুম
কত রকমের যে গল্প

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল; উঠে দেখি একটা আদ্যিকালের ইঁদুর
ঘরের মধ্যিখানে বসে টেলিফোনটা চিবিয়ে খাচ্ছে

সাবধান; জঙ্গলের কোনও কথা যেন বাড়ির কানে না যায়

আলাদা
হাঁটু অবধি বৃষ্টিপাত হলে সব পাপ ধুয়েমুছে য়ায
(অরণ্যের প্রবাদ)

চোখের জল মোছার জন্য একটা আলাদা কোম্পানি আছে
চোখের জল তৈরির জন্য একটা আলাদা কোম্পানি আছে

নিমগাছের বাচ্চারা আজ স্কুলে যাবে কি যাবেনা?
এটি জানার জন্য একটি আলাদা দপ্তর আছে
রেললাইনগুলো হঠাৎ কিভাবে গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল
এটি জানার জন্য একটি আলাদা দপ্তর আছে

কবির স্ত্রী চুল খুলে রাখলে কবিতার লাইন কেন
গোপনে বিনুনী বেঁধে দেয়
এটি জানার জন্য একটি আলাদা বিভাগ আছে
কবির স্বামী চোখ খুলে রাখলে কবিতার লাইন কেন
গোপনে চশমা পরিয়ে দেয়
এটি জানার জন্য একটি আলাদা বিভাগ আছে

মৃত্যু নিয়ে বেশি লেখালেখি হলে কেন কমলালেবুর ফলন
কমে যাবে; এটি জানার জন্য একটি আলাদা বাজার আছে

হাতভরা জাতীয়পতাকা মুঠোতে চেপে ধরলে কেন ফোঁটা ফোঁটা
রক্ত পড়বে; এটি জানার জন্য একটি আলাদা দেশ আছে

হাঁটু অবধি বৃষ্টিপাত হলে কেন সমস্ত প্রবাদ ধুয়েমুছে যায়
এটি জানার জন্য অন্য কিছু নয়; একজন আলাদা কবি আছে

জঙ্গলসূত্র

যেখানে বিবাহের বর্ণনা ভোরবেলা খবরের কাগজ
যেখানে কাগজের খবর সন্ধে হলে রথের মেলা
যেখানে রথের মেলার ছাপা-কাগজের ফুল ফোটে;
সেখানে

লবণের সঙ্গে, লজ্জার সঙ্গে, লোহার সঙ্গে, লাবণ্যর সঙ্গে
রাধিকার সঙ্গে, রাত্রির সঙ্গে, রুমালের সঙ্গে, রেশমের সঙ্গে
কুহুর সঙ্গে, কুয়োতলার সঙ্গে, ক্রুশকাঠের সঙ্গে, কপালের সঙ্গে
বনলতার সঙ্গে, বেদনার সঙ্গে, ব্লেডের সঙ্গে, বর্ণমালার সঙ্গে
হলুদের সঙ্গে, হাওয়ার সঙ্গে, হরিণের সঙ্গে, হাতবোমার সঙ্গে

যেখানে ধর্ম কাগজের ফুলমালা গলায় গলায়
যেখানে ধর্ম প্রতিদিন ডালে ডালে বিবাহ হয়; সেখানে
আমার উপহার পাতায় পাতায় ধর্মতঃ একটি জঙ্গলসূত্র

এছাড়া আমার অন্য কোনও প্রেম নেই